# বিবাহ কী?

## আদিপুস্তক ২ অধ্যায় ২১-২৫পদ

গত সপ্তাহে আমরা দেখেছি যে, ঈশ্বরের সমগ্র উত্তম সৃষ্টিতে একমাত্র "ভাল নয়" বিষয় ছিল আদমের একাকীত্ব। স্বয়ং ঈশ্বর তা উপলব্ধি করেছিলেন, এবং তিনি নিজে আদমের একাকীত্ব দূর করতে আদমের "অনুরূপ সহকারিণী" করে তার স্ত্রীকে নির্মাণ করেন। এইভাবেই, ঈশ্বর ৬ দিনে এই বিশ্ব-মণ্ড লের সৃষ্টি সমাপ্ত করেন এবং তিনি যখন তাঁর সৃষ্ট সমগ্র বস্তুদের প্রতি দৃষ্টি দেন, তাঁর দৃষ্টিতে সে সকলই "অতি উত্তম" বোধ হয়। এইভাবেই, সৃষ্টির ইতিহাসকে লেখক মোশি আদিপুস্তক ১ এবং ২ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করেছেন। জগৎ-সৃষ্টির বিবরণ এইভাবে লিপিবদ্ধ করে, পবিত্র-আত্মার অনুপ্রেরণায় মোশি পাঠক অর্থাৎ আমাদের প্রতি তাঁর মন্তব্যের মাধ্যমে জগৎ-সৃষ্টির বিবরণ শেষ করেছেন। এর আগে আমরা দেখেছি) ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তিনি এদোন উদ্যান নির্মাণ করেছেন, তিনি আদমকে সৃষ্টি করেছেন, এবং আদমের স্ত্রীকে নির্মাণ করেছেন। এরপর আমাদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে, "*আপনারা কি জানেন এর থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই? আমরা শিক্ষা পাই -- মানুষ নিজের বাবা ও মাকে ত্যাগ করে, নিজের স্ত্রীতে আসক্ত হবে, এবং তারা একাঙ্গ হবে*" (২৪ পদ)। এটা খুবই পরিষ্কার যে, যেহেতু আদম ও হবার কোন পার্থিব বাবা বা মা ছিল না, সেইহেতু ২৪ পদের কথাগুলি কখনও আদম ও হবার প্রতি উল্লেখ করা হয়নি। এই কথাগুলি আপনার ও আমার জন্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ঈশ্বর আমাদের ভালবেসে, আমাদের জীবনকে তাঁর আশীর্বাদে পূর্ণ করতে, তিনি নিজে এই পৃথিবীর মাটিতে প্রথম বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছেন এবং এই পদে বিবাহের অর্থ আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। আদিপুস্তক ২.২৪ পদকে বিবাহের ভিত্তিমূলক পদ বলা যেতে পারে। তাই, নতুন নিয়মে স্বয়ং যীশু বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এই পদকেই উদ্ধৃত করেছেন (মথি ১৯.৫)। আবার পৌলও বিশ্বাসীদের বিবাহ সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে গিয়ে, একইভাবে এই পদকে উদ্ধৃত করেছেন (ইফিষীয় ৫.৩১)। আজ আমরা এই পদটিকে কেন্দ্র করে "বিবাহ কী?" এই প্রশ্নের উত্তর পেতে চেষ্টা করব। এর থেকে উপলব্ধি করব যে, বিবাহ-বাসরের আড়ম্বর সার্থক দাম্পত্য জীবনের গ্যারান্টি নয়, কিন্তু এই পদে উল্লেখিত বিবাহ সম্বন্ধে ঈশ্বর-প্রদত্ত নীতিগুলির প্রতি বিশ্বস্ত অঙ্গীকারই সার্থক বিবাহ-জীবনের চাবি-কাঠি।

### ১। বিবাহের কারণ

বিবাহের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সমাজবিজ্ঞানীরা বলে থাকেন যে, ভবঘুরে পুরুষদের ঘরমুখী করতে বিবাহ নামক সামাজিক রীতির সৃষ্টি হয়েছে। নারীকে এমন ভবঘুরে পুরুষের আকর্ষণ লাভ করতে ও তার সন্তানদের মানুষ করতে বিবাহ নামক ধর্মীয় বন্ধ নের সৃষ্টি হয়েছে। আবার অনেকে বলেন যে, পরবর্তী প্রজন্মের প্রতি জাগতিক সম্পত্তির অধিকার হস্তান্তর করতে বিবাহের সৃষ্টি। কেউ কেউ সামাজিক সম্মান লাভের জন্য বিবাহের উৎপত্তির কথাও বলে থাকেন। বর্তমানকালে জগতের মানুষরা বিবাহকে নিরাপত্তা, অর্থ, প্রতিপত্তি বা অধিকার লাভের উপায় হিসাবে চিন্তা করে।

### ২। বিবাহের উপকরণ

আমাদের দেশে মেয়ের জন্ম হলে, তার জন্ম থেকেই যে চিন্তা তার বাবাকে সব সময় ব্যস্ত রাখে, তা হোল মেয়ের বিয়ের পণ কী করে যোগার করবে? কারণ, আমাদের দেশে বিয়ের উপকরণ মানেই কত ভরি সোনা, খাট-আলমারি, নগদ টাকা বা টিভি-ফ্রিজ। এগুলি ছাড়া কখনও বিবাহ সম্পন্ন হওয়া সম্ভ ব নয়। বিবাহের কারণ সম্বন্ধে বিকৃত ধারণা থাকায়, বিবাহের উপকরণও ভুল বিষয়গুলিকে ভিত্তি করেছে। কিন্তু ঈশ্বরের গৌরব হোক, তিনি বিশ্বাসী আমাদের বিবাহের সঠিক কারণের পাশাপাশি বিবাহের সঠিক উপকরণগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন-(ক) পিতা মাতাকে ত্যাগ করা, (খ) আপন স্ত্রীতে আসক্ত হওয়া, এবং (গ) একাঙ্গ হওয়া।

**(ক) পিতা মাতাকে ত্যাগ করা-** বিবাহকে সঠিক অর্থে বিবাহ হতে হলে, পিতা মাতাকে ত্যাগ করতে হবে। অবশ্য এর অর্থ কখনও পিতা মাতার অসমাদর করা বা লাঞ্ছনা করা নয়। কারণ ৫ম আজ্ঞায়, ঈশ্বর আমাদের পরিষ্কারভাবে পিতা--মাতাকে সমাদর করতে বলেছেন (যাত্রা ২০.১২)। পিতা--মাতাকে ত্যাগ করার অর্থ, বড় হওয়া বা বয়ঃপ্রাপ্ত (প্রাপ্তবয়স্ক) হওয়া। অর্থাৎ, বিবাহ-বন্ধ নে আবদ্ধ হতে হলে, আমাদের পিতা ও মাতার উপর নির্ভরতা ছাড়তে হবে। শারীরিক, মানসিক, আবেগগত বা অর্থনৈতিক প্রভৃতি কোন বিষয়ে আর পিতা-মাতার উপর নির্ভর করলে চলবে না। এখন থেকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। অবশ্য, এর অর্থ এই নয় যে, বিবাহের পর আমরা কোন কারণে পিতা--মাতার সুপরামর্শ গ্রহণ করতে পারি না। মনে রাখতে হবে, পিতা-মাতার উপর নির্ভরতা ত্যাগ করলেও, তাদের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বাইবেলভিত্তিক সুপরামর্শ আমরা সর্বদাই গ্রহণ করব।

বাবা-মা হিসাবে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, সন্তানদের সঠিকভাবে মানুষ করতে কিছু বৎসরের জন্য ঈশ্বর তাদের আমাদের কাছে রাখেন। আমাদের দায়িত্ব, এই বৎসরগুলি ব্যবহার করে, তাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে তাদের সাহায্য করা। তাই, তারা যখন তাদের নিজের পায়ে দাঁড়ায়, এবং নিজের জীবন-সঙ্গী কে খুঁজে পায়, তখন হাসি মুখে তাদের বিদায় দিতে হয়। এর থেকে যে বিষয়টি পরিষ্কার তা হোল, বিবাহের আগে পর্যন্ত যদিও পিতা-মাতার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সবথেকে ঘনিষ্ঠ; বিবাহের পর কিন্তু জগতের কোন সম্পর্কই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক থেকে বেশি ঘনিষ্ঠ হতে পারে না। তাই, স্বয়ং ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত বিবাহের প্রথম উপকরণ হোল, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ককে অগ্রাধিকার প্রদান। ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই তাদের অন্যান্য সমস্ত সম্পর্ককে দূরে রেখে একে অন্যের প্রতি আসক্ত হবে।

**(খ) একে অন্যের প্রতি আসক্ত হওয়া-** জাগতিক অন্যান্য সমস্ত সম্পর্ককে দূরে রেখে স্বামী ও স্ত্রী একে অন্যের প্রতি আসক্ত হবে। আসক্ত হবার জন্য যে হিব্রু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তার অর্থ, সেঁটে থাকা বা জুড়ে থাকা-- দুটি কাগজকে আঠা দিয়ে জুড়ে দিলে যেমন পৃথক করা যায় না, তেমনই সেঁটে থাকা। এই একই শব্দ ২ রাজা ৫.২৭ পদে কুষ্ঠ রোগকে দেহের সঙ্গে লেগে থাকার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে; আবার ইয়োব ১৯.২০ পদে চামড়া ও মাংসের সঙ্গে হাড়ের সংযোগকে বর্ণনা করা হয়েছে; যিহিষ্কেল ২৯.৪ পদে মাছের গায়ে আঁশ লেগে থাকাকে নির্দেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ, মাছের গায়ে যেমন আঁশ লেগে থাকে, বা হাড়ের সঙ্গে মাংস, বা দেহের সঙ্গে কুষ্ঠ তাদের যেমন পৃথক করা যায় না। ঠিক তেমনই বিবাহে স্বামী ও স্ত্রী একে অন্যের সঙ্গে লেগে থাকবে। তাদের পৃথক করা যাবে না। তাই মালাখি ২.১৩-১৬ পদে ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়েছেন, ***"কেউ নিজের যৌবনকালীন স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করুক, কারণ ঈশ্বর স্ত্রীত্যাগ ঘৃণা করেন।"*** আবার নতুন নিয়মে স্বয়ং যীশু আমাদের বলেছেন, ***"ঈশ্বর যার যোগ করে দিয়েছেন, মানুষ তার বিয়োগ না করুক"*** (মথি ১৯.৬)।

**(গ) একাঙ্গ হওয়া**-- এই কথার অর্থ কেবল শারীরিকভাবে এক হওয়া নয়, কিন্তু মানুষের অভিজ্ঞতার প্রতিটি ক্ষেত্রে -- শারিরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক বা আবেগের একতা। বিবাহ যেহেতু ঈশ্বরের কার্য, কেবল তিনিই পারেন এই অসাধ্য সাধন করতে। অর্থাৎ, বিবাহে স্বামী নিজের জীবনের দ্বারা স্ত্রীর জীবনকে গাঁথে, এবং স্ত্রী নিজের জীবনের দ্বারা স্বামীর জীবনকে গাঁথে। যার ফলস্বরূপ, তারা একক বিষয় হিসাবে কাজ করে। কাপড় যেমন দু-ধরনের সূতো দিয়ে বোনা হয়, দাম্পত্য-জীবনও স্ত্রী ও পুরুষ, উভয়ের জীবনের যৌথ প্রয়াসে গড়ে ওঠে। বিবাহ সম্বন্ধে ঈশ্বরের পরিকল্পনা হোল, তারা একাঙ্গ হবে। এর অর্থ কেবল এক ঘর বা এক খাবার বা এক বিছানা ভোগ করা নয়; কিন্তু তারা প্রত্যেকে নিজের জীবনকে অন্যের সঙ্গে ভাগ করে এগিয়ে চলবে -- যেখানে থাকবে একে অন্যের প্রতি বিশ্বস্ততার অঙ্গীকার, সময় দেবার মন, কঠোর পরিশ্রম, ক্ষমা, প্রার্থনা, সেবা ও আনন্দ।

বিবাহে একাঙ্গ হবার গুরুত্বকে স্বীকার করে, পুরাতন নিয়মে নরহত্যা ও ব্যভিচারের জন্য একই শাস্তি, মৃত্যুদণ্ডে র

কথা বলা হয়েছে। কারণ, মানুষের জীবন ও মানুষের বিবাহ, উভয়ই ঈশ্বরের সৃষ্টি। মানুষের জীবনকে ধবংস এবং বিবাহে কালিমা লেপন, উভয়ের দ্বারাই ঈশ্বরের কার্যকে অস্বীকার করা হয়। তাই, আমরা যেমন মানুষের জীবনাবসনে কাঁদব, ঠিক তেমনই বিবাহের অবমাননাতেও কাঁদব।

মনে রাখতে হবে, (ক) পিতা মাতার উপর নির্ভরতা ত্যাগ করা, (খ) স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে আসক্তি এবং (গ) একাঙ্গ হওয়া, এক দিনে ঘটবার বিষয় নয়। এ হোল এক সময় সাপেক্ষ বিষয়, যা স্বামী ও স্ত্রী তাদের মৃত্যুদিন পর্যন্ত সাধন করে চলে। তাই, মৃত্যু ছাড়া কোন বিষয় বিবাহ-বন্ধ নকে ছিন্ন করতে পারে না। আরও একটি বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে, কোন বিবাহই নিখুঁত নয়, কারণ কোন মানুষই নিখুঁত নয়। তাই, বিবাহিত জীবনে অনেক সময় উছোট খেতে হয়, আসে সন্দেহ, রাগ, নিরাশা, ও দ্বন্দ্ব। আমরা নিখুঁত না হওয়ায়, বিবাহিত জীবনে সমস্যা আসাটাই স্বাভাবিক। তাই, সমস্যার প্রতি মনোনিবেশ না করে, সম্ভ াবনার প্রতি যেন আমরা দৃষ্টি দিই। একে অন্যের কাছে স্বীকার করে বলি, "আমি ভুল করেছি, আমি দুঃক্ষিত, আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমায় ভালবাসি।"

ঈশ্বর-সৃষ্ট মানুষ এবং ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠিত বিবাহ এতখানি উত্তম ছিল যে, আদম ও হবা উভয়েই উলঙ্গ থাকা সত্ত্বেও, তাদের লজ্জাবোধ ছিল না (২৫ পদ)। কিন্তু পাপ করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের উলঙ্গতা তাদের জীবনে লজ্জাবোধকে নিয়ে আসে (৩.৭)। মানুষ যখন ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সততার, খোলামেলা, আনন্দপূর্ণ ও আশার জীবন যাপন করত, তখন কোন লজ্জা ছিল না। মানুষ যখন তার জীবন তথা বিবাহের পবিত্রতা রক্ষা করেছিল, ঈশ্বরের কাছ থেকে নিজেদের গোপন করার কোন প্রয়োজন তার ছিল না। পাপ করার ফলস্বরূপ, যে অপরাধবোধ আমাদের জীবনে এসেছে, তাই আমাদের ঈশ্বরের দৃষ্টি থেকে নিজেদের গোপন করার ইচ্ছা তথা লজ্জাকে জন্ম দিয়েছে। আসুন, ঈশ্বরের বাক্যকে ভিত্তি করে, পবিত্র-আত্মার শক্তিতে আমরা আমাদের বিবাহ তথা পরিবারকে মনোরম করে তুলি।